কিভাবে সর্পদংশন এড়ানো যায়

রাতে সাবধানে হাঁটা ও আলো, লাঠি, বুট ব্যবহার

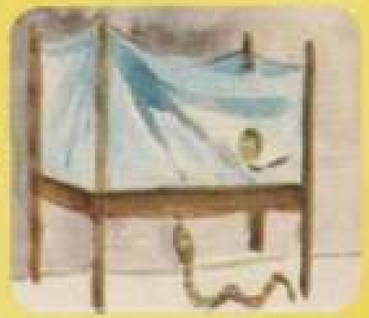

রাতে ঘুমানোর সময় চৌকি-মশারী ব্যবহার

শোবার ঘর প্রাণী ও শস্য সামগ্রী মুক্ত রাখা

বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার রাখুন সাপের কামড় থেকে বাঁচুন

বাংলাদেশের কিছু বিষধর সাপ

গোখরা/কোবরা

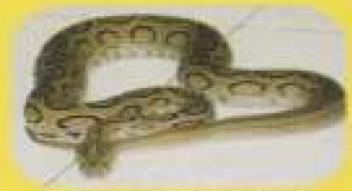

চন্দ্রবোড়া/রাসেল ভাইপার

শঙ্খিনী/শাঁকিনী

সবুজবোড়া বা বাশবোড়া

অর্থায়নে: বাংলাদেশ সরকারের 'ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সায়েন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড'
'SPACE' গবেষণা উপজেলায় ব্যবহারের জন্য। যোগাযোগ: info@tsb.org.bd

সর্পদংশন প্রতিরোধ ও জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসা

- বিষধর সর্পদংশনের ঔষধ এন্টিভেনম ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা উপজেলা হাসপাতালে পাওয়া যায়
- সর্পদংশন প্রতিরোধ করুন, নিকটস্থ হাসপাতালে দ্রুত চিকিৎসা নিন, জীবন বাঁচান

সর্পদংশন প্রতিরোধ ও জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসা

সর্পদংশনের জরুরী প্রয়োজনীয় চিকিৎসা:

১. রোগীকে আশ্বস্তকরণ: "অনুগ্রহ পূর্বক ভয় পাবেন না"। বেশীর ভাগ সাপ অবিষধর এবং সর্পদংশনের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে।

২. দংশিত অঙ্গ নড়াচড়া করা যাবে না। যেমন-
- পায়ে দংশনে বসে যেতে হবে, হাঁটা যাবে না। হাতে দংশনে হাত নড়াচড়া করা যাবে না।
- দংশনকৃত হাত-পা এমন ভাবে কাপড় ও কাঠ (বা বাঁশের/ফালা কঞ্চি) দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে হবে, যাতে হাত পায়ের গিরা নড়াচড়া করা না যায়। হাত পায়ের গিরা নাড়াচড়ায় মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে বিষ দ্রুত রক্তের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে বিষক্রিয়া করতে পারে।

৩. দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ: দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার জন্য মোটর গাড়ী/এ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য নিন।

৪. সাপ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অযথা সাপ মারবেন না। কেউ যদি সাপ মেরে থাকেন, হাসপাতালে যাওয়ার সময় সনাক্তকরণের জন্য তা নিয়ে যেতে হবে। তবে সাপ মারার জন্য কিংবা ধরার জন্য অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না। সাবধান! খালি হাতে সাপ ধরবেন না, কারণ সাপ মরার ভান করতে পারে।

সর্পদংশনের পর যা করা উচিৎ নয়:

১. দংশিত অঙ্গে কোন রকম গিট (tourniquet) দেওয়া যাবে না।

২. দংশিত স্থানে কাটবেন না, সুঁই ফুটাবেন না, কিংবা কোন রকম প্রলেপ লাগাবেন না।

৩. 'ওঝা' বা বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা কিংবা ঝাড়-ফুঁক করে অযথা সময়ক্ষেপণ করবেন না।

কিভাবে সর্পদংশন এড়ানো যায়?

১. বসতবাড়ীর শোয়ার ঘরের সাথে খাবার ধান-চাল, হাঁস-মুরগী, কবুতর ইত্যাদি না রাখা উত্তম। এসব ইঁদুরকে আকর্ষণ করে যার খোঁজে সাপ ঢুকতে পারে।

২. ঘাসের মধ্যে কিংবা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর আপনাকে যদি হাঁটতে হয় তাহলে খুব সাবধানে হাঁটুন ও লম্বা জুতা কিংবা বুট জুতা পরিধান করুন। গর্তের মধ্যে হাত-পা ঢুকাবেন না।

৩. রাতে হাঁটার সময় কিংবা প্রাকৃতিক কাজে টর্চ লাইট ও লাঠিসহ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন। বেশীর ভাগ সাপ রাতে সক্রিয় থাকে।

৪. ঘুমের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন: খাটের উপর ঘুমাবেন, মেঝেতে ঘুমাবেন না। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করুন। মশারী তোশকের নিচে ভালো করে গুঁজে দিন।

৫. বাড়ীর চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। বাড়ির আঙ্গিনা ময়লা-আর্বজনা মুক্ত রাখুন। বাড়ী ও চাষ করার জমির মধ্যে দূরত্ব রাখুন।

৬. পতিত গাছ, লগ, জ্বালানী লাকড়ি, খড় সরানোর সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন। ময়লা-আর্বজনা মুক্ত রাখুন। বাড়ী ও চাষ করা জমির মধ্যে দূরত্ব রাখুন।

বিষধর সর্পদংশনের উপসর্গসমূহ:

১. দংশিত স্থান দ্রুত ফুলে যাওয়া।

২. ক্রমাগত রক্তপাত হওয়া।

৩. ঘুম ঘুম ভাব। চোখের উপরের পাতা ভারী হওয়া বা বুজে আসা।

৪. প্রস্রাব কমে যাওয়া, কাল রং এর প্রস্রাব হওয়া।

সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসায় যা করবেন

দংশিত অঙ্গ বিশ্রাম বা অচল করে রাখুন/ স্প্লিন্ট ব্যবহার করুন

মোটর যানে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিন

সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসায় যা করবেন না

ভয় পাবেন না

বমি করাবেন না, কথা বলতে অসুবিধা হলে খেতে দিবেন না

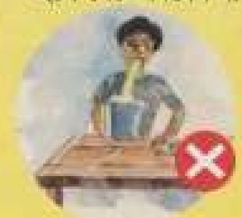

দংশিত স্থানের উপরে গিট দিবেন না

দংশিত স্থানে কাটা-ছেঁড়া করবেন না

'ওঝা'/বেদ্যের চিকিৎসা নিবেন না